আন্তজার্তিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১০

(২০১০ সনের ৫৯ নং আইন)

আন্তজার্তিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু ২১ ফেব্রুয়ারী ভাষা শহীদ দিবস এবং ইউনেস্কো উক্ত দিবসকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ঘোষণা করিয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত দিবসকে সমুন্নত রাখা রাষ্ট্রীয় কর্তব্য; এবং

যেহেতু দেশের অভ্যন্তরে মাতৃভাষার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করা এবং বহির্বিশ্বে বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসারকল্পে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট নামে একটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন আন্তজার্তিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২।-বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা" অর্থ পৃথিবীর সকল বৃহৎ ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষা;

[১][(২) "ইউনেস্কো" অর্থ জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা;]

(৩) "ইনস্টিটিউট" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট;

(৪) "কর্মকর্তা ও কর্মচারী" অর্থ ইনস্টিটিউটের কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারী;

(৫) "চেয়ারম্যান" অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(৬) "তহবিল" অর্থ ধারা ১১ এর অধীন গঠিত ইনস্টিটিউটের তহবিল;

[২][(৬ক) "পরিচালক" অর্থ ইনস্টিটিউটের পরিচালক;]

(৭) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(৮) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৯) "বোর্ড" অর্থ ইনস্টিটিউটের পরিচালনা বোর্ড;

[৩][***]

(১১) "সদস্য" অর্থ বোর্ডের সদস্য।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা

৩। (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর, যতশীঘ্র সম্ভব, এই আইনের বিধান অনুযায়ী সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট নামের একটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) ইনস্টিটিউট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে, এবং এই আইন ও বিধি সাপেক্ষে উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে, এবং উহার নামে উহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা উহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

প্রধান কার্যালয়

৪। ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে, এবং সরকার, প্রয়োজনবোধে, ঢাকার বাহিরে দেশ বা বিদেশের যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

সাধারণ পরিচালনা

৫। ইনস্টিটিউটের পরিচালনা ও প্রশাসন একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং ইনস্টিটিউট যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে পরিচালনা বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

৬। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ইনস্টিটিউটের প্রধান পৃষ্ঠপোষক থাকিবে।

ইনস্টিটিউটের ক্ষমতা ও দায়িত্ব

৭। - ইনস্টিটিউটের নিম্নরূপ ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকিবে, যথাঃ-

(১) দেশে ও দেশের বাহিরে বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(২) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও ক্ষুদ্র জাতিসমূহের ভাষা সংগ্রহ, সংরক্ষণ, এতদসংক্রান্ত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা;

(৩) বাংলাসহ অন্যান্য ভাষা-আন্দোলন বিষয়ে গবেষণা ও ইউনেস্কোর সদস্য দেশসমূহের মধ্যে এ সংশ্লিষ্ট ইতিহাস প্রচার;

(৪) বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিকীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(৫) বাংলা ভাষার উন্নয়নে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা;

(৬) ভাষা ও তথ্য-প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ;

(৭) আআন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন;

(৮) ভাষা-আন্দোলনের স্মৃতি সংরক্ষণ;

(৯) বিভিন্ন ভাষা বিষয়ে অভিধান বা কোষগ্রন্থ প্রকাশ এবং হালনাগাদকরণ;

(১০) পৃথিবীর সকল ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ভাষার লেখ্যরূপ প্রবর্তন;

(১১) বাংলাসহ পৃথিবীর সকল ভাষার বিবর্তন বিষয়ক গবেষণা;

(১২) ভাষা বিষয়ে গবেষণা-জার্নাল প্রকাশনা, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন;

(১৩) ভাষা বিষয়ে গবেষণার জন্য দেশি ও বিদেশিদের ফেলোশিপ প্রদান;

(১৪) ভাষা ও ভাষা বিষয়ক গবেষণায় অবদানের জন্য দেশি ও বিদেশিদের পদক ও সম্মাননা প্রদান;

(১৫) ভাষা বিষয়ে শিক্ষা ও গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদান;

(১৬) ভাষা বিষয়ে আন্তর্জাতিক ভাষা প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও সংশ্লিষ্টদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন ও রক্ষা;

(১৭) সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন রাষ্ট্র, কোন দেশি বা বিদেশি প্রতিষ্ঠান বা আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত চুক্তি স্বাক্ষর;

(১৮) বিভিন্ন ভাষা ও বর্ণমালার জন্য একটি আর্কাইভ নির্মাণ, সংরক্ষণ ও পরিচালনা;

(১৯) ভাষা বিষয়ে একটি জাদুঘর নির্মাণ, সংরক্ষণ ও পরিচালনা;

(২০) আন্তর্জাতিক মানের লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা;

(২১) ভাষা বিষয়ে আন্তর্জাতিক মিডিয়া চ্যানেল স্থাপন;

(২২) পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার ইতিহাস, নমুনা ও তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন;

(২৩) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করা।

পরিচালনা বোর্ড

[৪][৮। (১) পরিচালনা বোর্ড নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী (পদাধিকারবলে) বা তাহার প্রতিনিধি, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) মহাসচিব, বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন, ঢাকা বা তাহার প্রতিনিধি;

(গ) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বা তাহার প্রতিনিধি;

(ঘ) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব বা তাহার প্রতিনিধি;

(ঙ) ইউনেস্কো-র সদস্য রাষ্ট্রসমূহ থেকে মনোনীত প্রতিনিধিবৃন্দ;

(চ) ইউনেস্কো-র মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি।

(২) বোর্ডের মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের জন্য স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, মনোনয়ন প্রদানকারী রাষ্ট্র বা কর্তৃপক্ষ উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে, যে কোনো সময়, কোনো কারণ না দর্শাইয়া তাহাদের মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবেন এবং তাহারাও মনোনয়ন প্রদানকারী রাষ্ট্র বা কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোনো সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।